কনসাল রূপে নেপোলিয়নের সংস্কার

নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজে হাত দেন। নেপোলিয়ন তার শাসন সংস্কারের কাজ চালু করার জন্য প্রধানত 'কাউন্সিল অফ স্টেট' এর ওপর নির্ভর করেন। তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোনীত করে তার কাউন্সিল কে গঠন করেন। রাজতন্ত্র অথবা জ্যাকোবিন হলেও তিনি পিছিয়ে যাননি। দক্ষ প্রশাসক জোগাড় করাই তার লক্ষ্য ছিল। এই কাউন্সিলের অভিজ্ঞ সদস্যদের তিনি গুরুদায়িত্ব দেন। এই কাউন্সিল এর সাহায্যে তিনি তার স্বৈরশাসনকে শক্তিশালী করেন।

নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম এই কেন্দ্রীভূত প্রশাসন গড়ে তুলতে যত্নবান হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রদেশ ও জেলা প্রশাসকগণ কে নির্বাচিত করার পরিবর্তে সরাসরি কনসাল কর্তৃক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়; বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সকে যে 83 ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা হয়েছিল তা অব্যাহত রাখা হয়। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে প্রিফেক্ট নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। যদিও কাউন্সিল গুলির নির্বাচন প্রথা বহাল রাখা হয়, তথাপি সেইগুলি নিছক পরামর্শ সংস্থায় পরিণত করা হয় এবং উহাদের সকল ক্ষমতা প্রিফেক্ট, সাবপ্রিফেক্ট ও মেয়রের হাতে ন্যস্ত করা হয়, যাদের প্রথম কনসাল অর্থাৎ নেপোলিয়ন করতে নিযুক্ত করা হত। নেপোলিয়নের কেন্দ্রীকরণ নীতি ফরাসি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে, কারণ তার দক্ষতা সম্বন্ধে জনগণের কোনো সন্দেহ ছিল না।

নেপোলিয়নের ধর্মীয় সংস্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিশেষ প্রভাব ও সমর্থন ছিল। যদিও নেপোলিয়নের মধ্যে ধর্মের কোনরূপ গোঁড়ামিছিল না, তথাপি তিনি পোপের সহিত সদ্ভাবস্থাপনে যত্নবান ছিলেন ,কারণ তখনও খ্রিস্টান জগতে পোপের যথেষ্ট নৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। নিজেকে শক্তিশালী করে তুলবার জন্য নেপোলিয়ন যাজক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। বিপ্লব কালে রচিত 'Civil Constitution of the Clergy' বহু লোককে অসন্তুষ্ট করেছিল। 1802 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন পোপের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এটি 'Concordat' বা মীমাংসা নীতি নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে-

১) সকল বিশপকে পদত্যাগ করতে হয়, যারা অসম্মত হয়েছিল তারা পোপ কর্তৃক পদচ্যুত হয়। ফ্রান্সকে পঞ্চাশটি যাজক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয় এবং 10 জন আর্চবিশপ নিযুক্ত করা হয়।
২) যাজকদের উপর বিশপদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাজকগণ সরকারের বেতনভোগী তে পরিণত হয়। কিন্তু বিপ্লবের সময় গির্জার যে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা গির্জাকে প্রত্যার্পণ করা হলো না।
৩) রোমান ক্যাথলিক ধর্ম অধিকাংশ ফরাসিদের ধর্ম বলে স্বীকৃত হয়, কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।
নেপোলিয়ন রচিত আইন বিধি(Code Nepoleon) নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কার গুলোর মধ্যে অন্যতম সংস্কার। বহু কমিটি নিয়োগ করে নিজের তত্ত্বাবধানে তিনি এই আইন গুলি বিধিবদ্ধ করেছিলেন। ত্রুটি সত্বেও তারা আইন গুলি ছিল জটিলতা হতে মুক্ত ও সুবিন্যাস্ত। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ধর্মীয় স্বাধীনতা ,আইনের চোখে সকলের সমতা ,কৃষকের মালিকানাস্বত্ত প্রভৃতি বিপ্লবের আদর্শের উপর ভিত্তি করে তিনি আইনগুলি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর আইনগুলি যে ফ্রান্সের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ষোড়শ লুই এর আমল থেকে ফ্রান্সের অর্থব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। নেপোলিয়ন জানতেন যে অর্থব্যবস্থা হল প্রশাসনযন্ত্রের প্রাণশক্তি। এজন্য তিনি ফ্রান্সের অর্থব্যবস্থা কে গড়ার কাজে হাত দেন।

১)নেপোলিয়ন সরকারি দপ্তর গুলিতে ব্যয় সংকোচের নির্দেশ দেন। তিনি স্বয়ং সরকারি বাজেট পরীক্ষা করে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের হার স্থির করে দেন।

২) তিনি অর্থ দপ্তরকে দুভাগ করে রাজস্ব দপ্তর ও অডিট দপ্তর গঠন করেন। অডিট বিভাগ সরকারি ব্যয়ের হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করত। নেপোলিয়ন অডিট রিপোর্ট গুলি পাঠ করতেন। যে সকল দপ্তরের ব্যয় সম্পর্কে রিপোর্ট সমালোচনা থাকত, তিনি সেই দপ্তরকে সতর্ক করে দিতেন।

৩) নেপোলিয়ন ফরাসি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেয় যে, সরকারকে কর আদায় দেওয়া প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। তিনি নিয়মিতভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি সকল প্রকার বাড়তি কর রোহিত করে কয়েকটি নির্দিষ্ট কর আদায়ের নিয়ম করেন।

৪) তিনি আয় কর বাবদ 660 মিলিয়ন মিলিয়ন ফ্রাঁ আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি অন্যান্য কর ও আদায় করা হত। তিনি প্রত্যক্ষ করের বদলে পরোক্ষ করের দিকে বেশি আগ্রহ দেখান। তিনি মদ ও সিডার বা আপেলের মদের উপর এবং তামাকের ওপর শুল্ক চাপান। তিনি চুঙ্গি কর ও চালু করেন। নিয়মিত কর আদায়ের ফলে এবং ব্যয় সংকোচনের ফলে সরকারের অর্থ সংকট দূর হয়।

৫) নেপোলিয়ন নিয়ম করেন যে প্রাদেশিক সভা গুলি জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা সরাসরি কর আদায় করবে।

৬) নেপোলিয়ন1800 খ্রিস্টাব্দে 'ব্যাংক অফ ফ্রান্স' স্থাপন করেন। 30 মিলিয়ন ফ্রাঁ মূলধন নিয়ে এই ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এই ব্যাংক থেকে 6 % হারে অর্থ ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাংকের সাহায্যে মুদ্রা ব্যবস্থা সংগঠন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। ব্যাংক অফ ফ্রান্স নোট ছাপানোর অধিকার পায়। নেপোলিয়ন ধাতুর মুদ্রা প্রবর্তন করেন।

৭) নেপোলিয়নের অর্থ সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটে। শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা কে জোরদার করা হয়। জিনিসপত্রের দাম কমার ফলে লোকের স্বস্তি ফিরে আসে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে নিজেও নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন। স্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপন করে ফাটকা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নিরন্তর যুদ্ধের চাপে তার অর্থনীতি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন নেপোলিয়নের অপর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁর আমলে ফরাসি ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটে। নেপোলিয়নের শিক্ষা নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনুগত নাগরিক সৃষ্টি করা। তার উদ্দেশ্য ছিল যে শিক্ষকগণ কতগুলি মূল আদর্শ অনুসরণ করে ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সঞ্চার করবেন। সমগ্র দেশে যাতে একই নীতি

অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় তার জন্য ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়(University of France) স্থাপিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বাণিজ্য সংক্রান্ত কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। বণিকদের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত বাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য কতগুলি বাণিজ্য আদালত স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই আইন গুলি সুবিধাজনক না হওয়ায় একাধিকবার সেগুলি সংশোধিত হয়।

নেপোলিয়ন রাষ্ট্রের সেবা ও অন্যান্য যোগ্যতার পুরস্কারের জন্য লিজিয়ন অব অনার(Legion of Honour) নামে এক প্রকার উপাধির প্রবর্তন করেন। যে ক্ষেত্রে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য 1789 খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সভার সকল প্রকার উপাধিও খেতাব লোপ করে সে ক্ষেত্রে 'লিজিয়ন অব অনার' খেতাব প্রবর্তন করে নেপোলিয়ন বিপ্লবের সাম্যনীতি কে ভাঙেন। আসলে সম্রাট পদ গ্রহণের পর নেপোলিয়ন তার দরবার নতুন অভিজাতদের দ্বারা সাজাতে চান। এজন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই খেতাব দিয়ে নেপোলিয়ান নতুন অভিজাত ও তৈরি করেন। সামাজিক সাম্যের কথা তিনি ক্ষেত্রে ভুলে যান। তিনি ফ্রান্স বহু রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করেন। 229 টি সামরিক রাস্তা ও ইতালির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আল্পস পর্বতের গিরিপথ দিয়ে দুটি রাস্তা তার আমলে নির্মিত হয়। লুভর জাদুঘর কে নেপোলিয়ান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুঘরে পরিণত করেন। ফ্রান্সে বহু উদ্যান ,প্রাসাদ নির্মিত হয়। সমগ্র ফ্রান্স কর্মমুখর হয়।

বুরবোঁরাজবংশের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরুপ ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল। এর ফলে বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈরতন্ত্রের স্থলে সম্রাট নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কনসুলেটের' শাসনকাল এ নেপোলিয়ন প্রকৃতপক্ষে সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। 1808 খ্রিস্টাব্দে তিনি সার্বভৌম জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। ফ্রান্সের সেনেট তারঁ এক আজ্ঞাবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়; শিক্ষা রাষ্ট্রীয় বিভাগে পরিণত হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায় কে রাজতন্ত্রের সমর্থক রুপে পরিণত করা হয়; সংবাদপত্রগুলি কে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় এবং পূর্বতন অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থলে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি অনস্বীকার্য যে, নেপোলিয়নের সংস্কার গুলি ছিল গঠনমূলক এবং তিনি ফ্রান্সের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ডেভিড থমসনের ভাষায়- "Bonaprate disciplined France and established order". ফ্রান্সে রাহাজানি ও লুটতরাজ বন্ধ হয়; মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি সুরক্ষিত হয়; জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং যোগ্যতার মর্যাদার স্বীকৃত হয়। এককথায় নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে আধুনিক ভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন রচিত আইন গুলি ফ্রান্সের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের স্বেচ্ছা তন্ত্রকে কেন্দ্রীয় করনের চেষ্টাও হয়। আসলে নেপোলিয়নের প্রতি ফরাসি জনগণের গভীর আস্থা ও তার দক্ষতার প্রতি বিশ্বাস তার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল। একথা অনস্বীকার্য ফরাসি সমাজের সকল শ্রেণীর সম্প্রদায় কে তুষ্ট করে তিনি জনগনের সমর্থন লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ফিশার এর মতে - নেপোলিয়নের রাজ্য যদিও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেনাই, তথাপি ফ্রান্সে প্রস্তরের ভিত্তির উপর তাহার অসামরিক কার্যাদির সৌধ গড়ে উঠেছিল। বিপ্লব বিধ্বস্ত ফ্রান্সের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তিনি যে সফল হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

প্রশ্নাবলী

১) নেপোলিয়ন প্রশাসন ব্যবস্থা কে শক্তিশালী করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ?
২) 'ধর্মীয় মীমাংসা নীতি' বলতে কী বোঝো । ৩) 'Banck of France' কে, কবে, কেন নির্মাণ করেন ?
৪) নেপোলিয়নের শিক্ষানীতির লক্ষ্য কী ছিল ? ৫) 'Legion of Honour' কী ?
৬) নেপোলিয়নের সংস্কার এর সাফল্যের কারণ কি?